সুনীল স্বপ্নের ঘোর

নীল একটা ঘোরের মধ্য দিয়ে রাতটা কাটল। ঘুম ঘুম চোখে বাসার ছাদে উঠি। ভোরের বাতাস নীল ঘোরটা আরো বাড়িয়ে তুলেছে। নীল একটা মেঘ আমার দিকেই ছুটে আসছে। নিজের অজান্তেই চোখ বন্ধ করে হাত বাড়িয়ে দিই মেঘের দিকে। হাতে কোনো কিছুর স্পর্শ পেয়ে চোখ মেলে তাকাই। দেখি একটি নীল খাম। খামটি খুলে চোখ জুড়িয়ে গেল। শব্দ-শ্রমিকের মতো নিপুণ হাতে তৈরি এক একটি শব্দ। নীল কালিতে সাজিয়েছে প্রতিটি বাক্য। চিঠিতে যা লিখেছে–

প্রিয় নীলকন্যা,

অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে আছি। একে নীল ঘোর বলা যায়। আমার বুকের মাঝে একটা আকাশ আছে, সেই আকাশে যে নক্ষত্রটা সদা জ্বলজ্বল করে, সে এক নীলকন্যা। তাকে নিয়েই নিত্য জীবনযাপন। এই কন্যার বুকের প্রান্তরজুড়ে দখিনা বাতাস... আলো-ছায়ার দুষ্ট খেলা... সকালের প্রথম রোদ্দুর... ঝরনাধারা, সবুজ বনভূমি... বৃষ্টির প্রথম ফোঁটা, প্রথম কদম ফুল... রাত জেগে চিঠি লেখা... জোছনায় ভেসে যাওয়া মাতোয়ারা রাত... একটানা রিমঝিম বৃষ্টিতে প্রিয় কবির কবিতা গলা ছেড়ে আবৃত্তি। এই যে ব্যস্ত জীবন হঠাৎ থেমে যাওয়া, স্বপ্ন দেখা– সবটাই নীলকন্যার জন্য। আমার ছোট ছোট স্বপ্ন মিশিয়ে প্রতিনিয়ত রচনা করে চলেছি স্বপ্নের নীলকাব্য। যদিও স্বপ্নগুলো এখন আমাদের থেকে একটু দূরে বসবাস করছে। নীলকন্যা সব সময় পরবে নীল মেঘে তৈরি চাদর, রংধনু থেকে নীল রঙ এনে কপালে আঁকবে টিপ। খোঁপায় দেবে নীল গোলাপ। নীল পদ্ম এনে হাতে, গলায়, কানে, কোমরে গয়না পরবে। তখনই হবে পরিপূর্ণ নীলকন্যা। এই নীলকন্যাকে নিয়ে জোছনা দেখব, হেঁটে যাব সীমাহীন পথ... বৃষ্টিতে ভেজা দুজনার গভীর ভালবাসায় সৃষ্টি হবে অথৈ নামের বীজ! প্রতিটি মুহূর্ত অপেক্ষায় আছি স্বপ্নের নীলকাব্য সমাপ্ত করতে। নীল এই চিঠিটা নীল মেঘের ডানায় পাঠিয়ে দিলাম, পেয়ে যাবে ঠিকই। অপেক্ষা করবে কি আমার জন্য?

ইতি, স্বপ্ন

অপেক্ষা করছি আমি স্বপ্নের জন্য। এই স্বপ্নের জন্য আমি ঘুমোতে পারি না। স্বপ্ন বড়ই ছোঁয়াচে। স্বপ্নের স্বপ্ন আমাকে গ্রাস করেছে। নীল সম্পর্কের শেষ স্পর্শ কখন দেবে, সেই অপেক্ষায় আছি। সে আমার অজানা অচেনা নীল স্বপ্ন!

আফিফী আক্তার ঈশিতা
ঢাকা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
ঢাকা-১২০৭

হারিয়ে ফেলেছি ধ্রুবতারা

ব্যাংকে কোনো কাজে গেলেই সবার সঙ্গে বেশ ভালো আড্ডা জমে যায়। এর কারণ অবশ্য দুটি। প্রথমত আমার বন্ধু ওই ব্যাংকের উঁচু পদে আসীন। দ্বিতীয়ত আমার ব্যবহার আর গল্পের ঝুড়ির কারণে সবাই কম-বেশি মজা পান। আবার এমন কিছু শুভাকাঙ্ক্ষী আছেন, যারা আমার খবর নেন– যদি আমি দীর্ঘদিন ব্যাংকে না যাই। এই ব্যাপারটি আমাকে বেশ মুগ্ধ করে।

সেদিন ব্যাংকে বসে আছি। হঠাৎ খেয়াল করলাম, একজন অফিসারের সামনে একটি মেয়ে বসে কী যেন বলছে। মেয়েটি ছিল মাঝবয়সী শ্যামলা বর্ণের। এতটা স্মার্ট মেয়ে মফস্বল শহরে দেখা যায় না বললেই চলে। একটু পরেই পাশের চেয়ারে বসে মেয়েটির কথা বলার ধরন ও ব্যক্তিত্বশীল মনোভাব খেয়াল করলাম। সবকিছু মিলিয়ে মনের মধ্যে একটা ঝড় বয়ে গেল। মন থেকে কিছুতেই তাকে মুছতে পারলাম না।

খোঁজ নিয়ে জানলাম তার নাম। চাকরি করে এনজিওতে। কর্মক্ষেত্রে তার বেশ সুনাম রয়েছে মেধাবী ও পরিশ্রমী হওয়ার কারণে। অনার্স করেছে। ব্যাংকার হওয়ার ইচ্ছা। সব খবরই পজিটিভ। হঠাৎ কিছু কাজ পড়ে গেল। ব্যাংকে যেতে যেতে ভাবছিলাম আজ যদি দেখা হতো তার সঙ্গে! হয়তো সৃষ্টিকর্তা তা-ই চাচ্ছেন বলে ব্যাংকের দরজার সামনে দাঁড়িয়েই দেখলাম মেয়েটি ভেতরে সেই একই চেয়ারে বসে আছে। আজ ভুল করলাম না। একটা অজুহাতে পরিচিত হলাম এবং মোবাইল নম্বরটাও বিনিময় করলাম। সে একটু বেশি হাসে বলে আরো বেশি ভালো লেগে গেল।

বিয়ের প্রস্তাব পাঠালাম ওদের বাসায় যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে। কেননা আমি বুঝতে পেরেছিলাম, সে অতিমাত্রায় পারিবারিক শাসনে (নাকি স্নেহে) আবদ্ধ। কিন্তু অন্যদিকে নিজেকে দমিয়ে রাখতে পারলাম না। কল দিলাম। কথা বলে আমার দুর্বলতার ষোলকলা পূর্ণ হয়ে গেল। এত চমৎকার কণ্ঠস্বর, দারুণ কথা বলার ধরন, সুন্দর-গোছানো ভাবনাগুলো আমাকে দারুণ ভাবিয়ে তুলল। ওকে ঘিরে ধীরে ধীরে স্বপ্নের পরিধি আরো বিস্তৃত হলো। কিন্তু আমাকে সে কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি করতে লাগল। কর্মক্ষেত্রে দেরি করে যাওয়া চলবে না, বেশিক্ষণ ঘুমানো যাবে না, আইনবিষয়ক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে, অর্থসঞ্চয়ে মনোযোগী হতে হবে, চুলে কলপ দিতে হবে ইত্যাদি আরো অনেক নিয়ম আমাকে মেনে চলতে বাধ্য করল। আমিও জানি না কিসের টানে তার বাধ্য ছাত্রের মতো এটাকে প্রার্থনায় পরিণত করতে লাগলাম।

সকালে অফিসে যাই। আইনবিষয়ক পরীক্ষার জন্য পড়ালেখা করছি। অস্থিরতায় ভুগি না। গভীর রাত জেগে টেলিভিশন দেখি না। সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘর আচ্ছন্ন হয় না। সবকিছুতেই যেন এক পরিবর্তনের ধারা বয়ে গেছে। 'মেনে নেয়া' শিক্ষাটা অর্জন করেছি। তাই হয়তো ওর বিদায়টা দৃঢ়তার সঙ্গে কোনো ধরনের চাপ ছাড়া স্বীকার করেছি। আমার এই স্বল্প বেতনের চাকরিতে ওদের পরিবার সন্তুষ্ট হতে পারেনি। মাঝসমুদ্রে দিকভ্রষ্ট সমুদ্রযাত্রীদের যেমন পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে কোনো এক ধ্রুবতারা, তেমনি আমার এই এলোমেলো জীবনটাকে সাজিয়ে দিতে সেও এসেছিল। আমি সেই ধ্রুবতারাকে হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু ওর দেখিয়ে দেয়া পথটাকে নিজের আদর্শ করে নিয়েছি এক অনাবিল পবিত্র জীবনাদর্শের সন্ধান পেতে।

সঞ্জয় কুমার ভৌমিক, শ্রীমঙ্গল